

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

292192 - যবে নারী রমযানরে কাযা রযোযার নয়িত রাত থকে না করে সকালে করত তার উপর কঁ করা আবশ্যকীয়?

প্রশ্ন

আমার বান্ধবী প্রতী বছর রমযানরে যবে রযোযাগুলো ভাঙ্গা পড়ত সগেলোর কাযা পালন করত। কন্থিতু রাত থকে নয়িত করত না। অর্থাৎ সবে সকালে নয়িত করত। সবে জানত না যবে, কাযা রযোযার নয়িত রাত থকে করা ওয়াজবি। এভাবে রযোযা পালনরে হুকুম কী? তার উপর কঁ কাফ্ফারা পরশিোধরে পাশাপাশি রযোযাগুলো পুনরায় রাখতে হববে? নাকি অন্য কঁছু?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

সকল আলমেরে অভমিত অনুযায়ী আপনার বান্ধবীর রমযানরে ভাংতি রযোযাগুলোর কাযা পালন সঠিক হয়নি। তাই তার উপর ফরয সেই দিনগুলোর রযোযা পুনরায় রাখা এবং তার উপর কোন কাফ্ফারা ফরয নয়। এই হুকুম সর্বশেষে বছররে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যহেতে সেই বছররে রযোযা কাযা পালন করার সময় এখনও বলবৎ আছে। পক্ষান্তরে, বগিত বছরগুলোর রযোযার ব্যাপারে কোন কোন আলমে যমেন ইবনে তাইমযীর অভমিত হচ্ছ: যহে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ কোন একটি ইবাদত ভুলভাবে সম্পাদন করে থাকে এবং ঐ ইবাদতটির সময় পার হয়ে যায় তাহলে সেই ইবাদতটি পুনরায় সম্পাদন করা তার উপর ওয়াজবি নয়। সুতরাং আপনার বান্ধবী যদি এই অভমিতটিকে গ্রহণ করনে তাহলে আশা করি এতে কোন গুনাহ নহে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রত্যকে ফরয রযোযার জন্য রাত থকে নয়িত করা আবশ্যকীয়। এটি জমহুর আলমেরে অভমিত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “যবে ব্যক্তি ফজররে পূর্ব থকে রযোযা রাখার নয়িত পাকাপোকত করনে তার রযোযা নহে।” [সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৪), সুনানে তরিমযি (৭৩০), সুনানে নাসাঈ (২৩৩১)] সুনানে নাসাঈর ভাষ্যে রয়ছে: “যবে ব্যক্তি ফজররে পূর্বে রাত থকে রযোযা রাখার নয়িতক সুদৃ করনে তার রযোযা নহে।” [আলবানী ‘সহিহু আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তরিমযি (রহঃ) হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন: “কোন কোন আলমেরে নকিট এ হাদিসটির অর্থ হল: যবে ব্যক্তি ফজর উদতি হওয়ার আগে রোযা রাখার দৃঢ় সংকল্প করেনি, রাত থেকে নয়িত করেনি; সটো রমযানরে রোযা হোক কথিবা কাযা রোযা হোক কথিবা মানতরে রোযা হোক; তার রোযা জায়যে হবে না।

আর নফল রোযা হলে সটোর নয়িত সকালে করলেও জায়যে হবে। এটি শাফয়ে, আহমাদ ও ইসহাকরে অভিমিত।”[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “যদি ফরয রোযা হয়; যমেন রমযানরে রোযা বা কাযা রোযা, মানতরে রোযা, কাফফারার রোযা; তাহলে রাত থেকে নয়িত করা আমাদরে ইমামরে নকিট, মালকে ও শাফয়ে... এর নকিট শর্ত। এরপর তিনি পূর্ববোক্ত হাদিসটি দিয়ে দলিল পশে করেন।”[আল-মুগনী (৩/১০৯) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম আবু হানফি এ ক্ষত্রে অধিকাংশ আলমেরে সাথে মতভেদে করছেন। তিনি রোযার কিছু প্রকারেরে ক্ষত্রে দিনরে বলা থেকে নয়িত করলে জায়যে হবে বলছেন। তবে তিনি অধিকাংশ আলমেরে সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, রমযানরে কাযা রোযার নয়িত রাত থেকে না করলে সে রোযা শুদ্ধ হবে না। বরং হানাফি মাহাবরে কোন কোন আলমে এই মর্মে ইজমা উদ্ধৃত করছেন।

আল-কাসানি আল-হানাফি ‘বাদায়িস সানায়ি’ গ্রন্থে (২/৫৮৫) বলেন:

“সকল রোযার ক্ষত্রে উত্তম হচ্ছে ফজর উদতি হওয়ার সময় নয়িত করা; যদি সটো সম্ভবপর হয় কথিবা রাত থেকে নয়িত করা...। যদি ফজর উদতি হওয়ার পর নয়িত করে এবং সে রোযাটি ঋণশ্রণীয় হয়; তাহলে ইজমার ভিত্তিতে তা জায়যে হবে না।”[সমাপ্ত]

তিনি ইতপূর্ববে (২/৫৮৪) ঋণশ্রণীয় রোযা দ্বারা হানাফি আলমেদেরে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করছেন যে, “তা হচ্ছে: কাযা রোযা, কাফফারার রোযা ও সাধারণ মানতরে রোযা।”[সমাপ্ত]

এর সাথে দেখুন: ইবনে আবদীন-এর ‘রাদ্দুর মুহতার’ (২/৩৮০)।

আরও জানতে পড়ুন: [192428](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্ববোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপনার বান্ধবী রমযানরে কাযা রোযার নয়িত দিনরে বলা থেকে করায় সকল ইমামরে মতে তার রোযা শুদ্ধ হয়নি।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তার উপর ফরয হল ঐ দনিগুলোর রযো পুনরায় রাখা। তবে তার উপর কোন কাফফারা আবশ্যক নয়; যমেনটি ইতপূর্ববে 26865 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচতি হয়েছে।

ঐ হুকুমটি তার সর্বশেষ বছরে রযোগুলোর কাযা পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট; য়ে রযোগুলো পালনের সময় এখনও বাকী আছে। আর আগরে বছরগুলোর রযোর ক্ষতেরে ইবনে তাইময়ীর মত কোন কোন আলমেরে অভমিত হচ্ছ: অজ্ঞতাবশতঃ য়ে ইবাদত ভুলভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং এর সময় পার হয়ে গেছে সয়ে ইবাদতটি পুনরায় পালন করতে হবে না। ইতপূর্ববে 150069 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা তাঁর উক্তটি উদ্ধৃত করছি।

তাই যদি আপনার বান্ধবী ঐ অভমিতটিকে গ্রহণ করেন তাহলে আমরা আশা করছি য়ে, তার কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।